ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

'কল্কি ২৮৯৮ এডি'র নতুন পোস্টারে সকলের নজর কাড়লেন দীপিকা

পৃঃ ৫

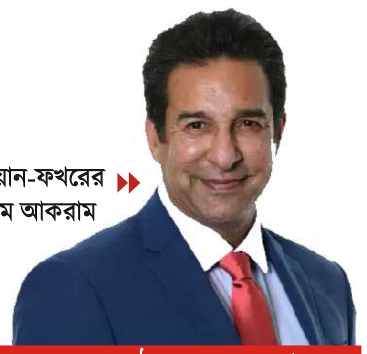

যে কারণে রিজওয়ান-ফখরের ওপর ক্ষুব্ধ ওয়াসিম আকরাম

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১৬৩ ● কলকাতা ● ০১ আষাঢ়, ১৪৩১ ● রবিবার ● ১৬ জুন, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

কোচবিহারে 'আক্রান্ত' বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে দেখা করেন

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অশান্তি' অব্যাহত পশ্চিমবঙ্গে। কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্ত হিংসার ঘটনার অভিযোগও উঠছে। শুক্রবার কোচবিহারে 'আক্রান্ত' বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে দেখা করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কোচবিহারের প্রাক্তন সাংসদ নিশীথ প্রামাণিককে পাশে নিয়ে তিনি জানান, যত দিন পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিরাপত্তা দিয়ে 'আক্রান্ত'দের বাড়িতে পৌঁছনো হবে না, তত দিন তাঁদের সব দায়িত্ব নেবে বিজেপি ।ভোটের ফল ঘোষণার পর প্রথম শনিবার কলকাতায় বিজেপির কোর কমিটির বৈঠক বসেছিল। সেই বৈঠকে গরহাজির ছিল শুভেন্দু, নিশীথ, সুভাষ সরকার। ২০ জন সদস্যের কোর কমিটির বৈঠকে ছিলেন না জন বার্লা, মিঠুন চক্রবর্তীরাও। জন এ বারে ভোটে লড়েননি। রাজনীতি থেকে নিজেকে দূরেই রেখেছেন তিনি। আর মিঠুন ১ জুন ভোট দিয়েই ঘোষণা করেন, ভোটে দল যা দায়িত্ব দিয়েছিল, তা পালন করেছেন। এ বার তিনি সিনেমার কাজে ব্যস্ত থাকবেন। তা-ই মিঠুন যে থাকবেন না তা এক প্রকার নিশ্চিত ছিল। তবে শনিবারের বৈঠকে সকলের নজর ছিল শুভেন্দু, দিলীপ ঘোষের দিকে। কোচবিহারে থাকার কারণে শুভেন্দু যাননি বৈঠকে। দিলীপ ঘোষও এসেছিলেন বৈঠক শুরু হওয়ার অনেকটাই পরে। অনেকেই ভেবেছিলেন এই বৈঠকেই দু'জন নেতা সামনাসামনি হবেন। কিন্তু বাস্তবে তা হল না। একে অপরের থেকে 'দূরে'ই ছিলেন রইলেন শুভেন্দু-দিলীপ। শুভেন্দু যখন কোচবিহারে 'আক্রান্ত'দের সঙ্গে কথা বলছেন, তখন কলকাতায় কোর কমিটির বৈঠকে বসেছিল বাংলার বিজেপি। সেই বৈঠকে শুভেন্দু, নিশীথের না-থাকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। শুভেন্দু যদিও

এরপর ৩ পাতায়

তৃণমূল কর্মীকে লক্ষ্য করে

গুলি চালানোর অভিযোগ উঠল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শুক্রবার রাতে এক তৃণমূল কর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠল। জানা গেছে, বসিরহাট থানার পিফা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঁশতলায় এক তৃণমূল কর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি চলে। স্থানীয় সূত্রে খবর, আলতাফ মালি এলাকায় তৃণমূল কর্মী বলে পরিচিত। ঠিকাদারির কাজ করতেন তিনি। রাতে একটি দোকানে এসেছিলেন ।গুরুতর আহত অবস্থায় আলতাফকে বসিরহাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু আলতাফের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় কলকাতার হাসপাতালে রেফার করা হয়। জানা গেছে আলতাফের কোমরের ডান পাশের উপরে গুলি লাগে। এদিকে, ঘটনার পর দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করেন গ্রামবাসীরা। ন্যাজাট রোডে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ শুরু হয়। একটি দোকানে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ।কেনাকাটার সময় আচমকাই পিছন থেকে এসে আলতাফকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। গুলির শব্দ শুনে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। সে

এরপর ৩ পাতায়

রাজ্যে সাফল্য এলেও

উত্তরে এসে গতি শ্লথ তৃণমূল কংগ্রেসের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যে সাফল্য এলেও উত্তরে এসে গতি শ্লথ তৃণমূল কংগ্রেসের। কোচবিহারে জয় মিলেছে। দক্ষিণ দিনাজপুরে অল্প ভোটে হেরেছে দল। কিন্তু আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিংয়ে চূড়ান্ত খারাপ ফলের জেরে কাটাছেঁড়া শুরু হয়েছে দলের অন্দরেই। শিলিগুড়ি পৌরভোটে ৩৭টি ওয়ার্ডে জিতেছিল দল। কিন্তু লোকসভায় কার্যত একটি ওয়ার্ড বাদে সব ওয়ার্ডে হেরেছে দল।মেয়র গৌতম দেব অবশ্য জানান, তিনি সৌরভের অপসারনের বিষয়টি জানতেন না। তবে গৌতম দেব বলেন, "অভিষেকের পারফরমেন্স থিয়োরি ঠিক সিদ্ধান্ত। আমাদের পারফর্ম করতেই হবে। উত্তরের এই এলাকায় আমরা খারাপ ফল করেছি।" একইসঙ্গে গৌতম দেব বলেন, "নেতাদের সম্পত্তি বৃদ্ধি, জীবনযাত্রা পাল্টে যাওয়া, সবই দল নজরে রেখেছে এটুকু বলতে পারি।" জলপাইগুড়িতেও চূড়ান্ত হতাশাজনক ফল হয়েছে। কেন এমন হাল তা খুঁজতে উত্তরবঙ্গ ঘুরে আসেন ফিরহাদ হাকিম। এরইমধ্যে এক নির্দেশিকায় শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বা এসজেডিএ এর চেয়ারম্যানের পদ থেকে

এরপর ৩ পাতায়

ভারী বৃষ্টির প্রকোপ না থাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সিকিম পাহাড় ও ভুটানে অতি ভারী বৃষ্টি না হওয়ার কারণে বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে বলে দাবি প্রশাসনের। শনিবার অনগ্রসর শ্রেনী কল্যাণ ও আদিবাসী দপ্তরের মন্ত্রী বুলু চিক বিরাইক জলপাইগুড়ি জেলার টান্তি ব্লকের অন্তর্গত সাহেবপাড়া, চেংমারি জিপি এলাকার বন্যা পরিস্থিতি খতিয়া দেখেন। কত বৃহস্পতিবার থেকে একটানা বৃষ্টির জেরে তিস্তা নদীর জল বেশ কিছু এলাকায় ঢুকে পড়ে। মালবাজারের টোট গাও গ্রামে তিস্তার জল ঢুকে জলমগ্ন হয়ে পড়ে গোটা এলাকা। তবে শুক্রবারের পর অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। অন্যদিকে কান্তি ব্লকের চাংমারী গ্রাম পঞ্চায়েতের সাহেব পাড়া এলাকায় এখনো তিস্তার জল বাড়ি ঘরে জমে রয়েছে।যার কারনে ১০০র বেশি পরিবার বাঁধের উপরে আশ্রয় নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। এই সমস্ত বন্যা দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করেন মন্ত্রী বুলুচিক বড়াইক সঙ্গে ছিলেন তৃণমূল নেতা মহাদেব রায়, গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যরা । তিনি এই এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মাঝে কিছু ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন অফিসিয়াল ও ব্লক নেতৃবৃন্দ।

তবে ডুয়ার্সে বিক্ষিপ্তভাবে শনিবার সকাল থেকে বৃষ্টি হওয়ায় জল বেড়েছে সমতলের নদী গুলিতে। জলঢাকা ডুডুয়া গিলান্ডি বামনি নদী তে। ডুডুয়া নদীতে জলস্ফীতি দেখা দেওয়ায় ধুপগুড়ি এবং ফালাকাটার মাঝে থাকা সাধুরঘাট এলাকার বাসের সাঁকো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

হাইকোর্টের নির্দেশে খানাকুলের, ১৬/২০ রুটের পাশে অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলা হল প্রশাসনের উদ্যোগে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : খানাকুল থানার রাজহাটিতে ১৬/২০ রুটের পাশে PWD -র জায়গায় অবৈধ নির্মাণ করে সেখানে দীর্ঘ দিন ধরে বাবস্যায়ীরা ব্যাবসা করে যাচ্ছে। শুধু মাত্র খানাকলের এই অঞ্চলটুকুনয়, মায়াপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে গড়েরঘাট পর্যন্ত রাস্তার দুই ধারে PWD এর জায়গায় এই রকম অবৈধ ভাবে দোকানবাড়ি আছে। রাজহাটি বাবার আশ্রমের পাশে বদরুল হকের বাড়ি, সেই বাড়ি ঢোকার মুখে যে অবৈধ নির্মাণ ছিলো তা ভেঙে দেওয়া হলো হাইকোর্টের নির্দেশে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কয়েকদিন আগে হুগলি ডি এম এর নির্দেশে আরামবাগ মহকুমার বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা এসে সরজমিনে দেখে যান উল্লেখিত স্থানটি। দীর্ঘদিনের আইনি জটিলতা কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত হাইকোর্টের নির্দেশে বাড়ির মুখে ওঠার রাস্তায় দোকান ঘর গুলি প্রশাসন দাঁড়িয়ে থেকে বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দিলো। উপস্থিত ছিলেন আরামবাগ মহকুমার বিভিন্ন আধিকারিক , খানাকুল ১ ব্লকের বিডিও, ২ ব্লক, খানাকুল থানা, রাজহাটি ইলেক্ট্রিক অফিস , PWD এর অফিসার সহ বিভিন্ন আধিকারিকরা। পাশাপাশি রাজহাটি ইলেক্ট্রিক বিভাগের এস. এস. পি বসাক নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ইলেক্ট্রিকের লাইন ছিন্ন করলে ভাঙার কাজ শুরু হয়। বাড়ির মালিক এবং এলাকার মানুষ এ প্রসঙ্গে জানায় প্রশাসন ও আইনের উপর আমাদের আস্থা আরো বাড়লো।

সরকারি টিকা দিতেই দেড় মাসের শিশুর মৃত্যুতে ব্যাপক চাঞ্চল্য ধূপগুড়িতে। মেয়াদ উত্তীর্ণ টিকা না স্বাস্থ্য কর্মীদের গাফিলতি! দায় কার? এই অভিযোগ তুলে ধূপগুড়ি পৌরসভার বিক্ষোভ মায়েদের

বেবি চক্রবর্ত্তী : নিউজ সারাদিন : পুরসভার স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে টিকা নেওয়ার পরে অসুস্থ হয়ে দেড় মাসের শিশুর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে ধূপগুড়ি শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডে। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার পুরসভার সেন্টারে শিশুটিকে টিকা দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। টিকা দেওয়ার পর থেকে পা নীল হয়ে ফুলে যাচ্ছিল, সেই সঙ্গে জ্বর এসেছিল। পরবর্তী সময়ে পুরসভার স্বাস্থ্য কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তবে তাদের তরফ থেকে কোনও সদুত্তর মেলেনি বলে অভিযোগ। এর পরে রাত দুটো নাগাদ শিশুটির নাক-মুখ দিয়ে রক্ত বের হতে থাকে। ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। শুক্রবার শিশুর দেহ জলপাইগুড়িতে পাঠানো হয় ময়না-তদন্তের জন্য। তবে এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত পুলিশে অভিযোগ করেনি মৃত শিশুর পরিবার।

বিনোদন জগতে ফের শোকের ছায়া

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাথরুম থেকে উদ্ধার হল জনপ্রিয় অভিনেত প্রদীপ কে বিজয়নের মৃতদেহ। পাপ্পু নামেই জনপ্রিয় ছিলেন প্রদীপ। শেষ তাকে দেখা গেছে রুদ্রান ছবিতে। বিজয় সেতুপতির মহারাজা ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি। ১৪ ই জুন মুভি রিলিজ হওয়ার কথা তার আগেই ১২ই জুন চেন্নাইয়ের নিজের বাড়িতে

এবারে লোকসভা নির্বাচনে যথেষ্ট ভালো ফলাফল করেছে ইন্ডিয়া জোট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে দেশজুড়ে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল করতে পারেনি বিজেপি। শুধু তাই নয়, ২০১৪ এবং ২০১৯ সালে বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠভাবে সরকার গঠন করলেও এবারে তাদের কপালে জুটেছে মাত্র ২৪০ টি আসন। এমতাবস্থায়, তাদের সরকার গঠন ঘিরে শুরু হয়েছিল তুমুল জল্পনা। এদিকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও জানান যে, ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন। এমতাবস্থায়, কোনো দল যদি এই জোটের শরিক হতে চান সেক্ষেত্রে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি এটাও বলেছেন যে, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নৈতিকভাবে পদত্যাগ করা উচিত। যদিও শেষ পর্যন্ত, জোটের শরিকদের ওপর ভর করে ২৭২-এর ম্যাজিক ফিগার পেরিয়ে গিয়ে সরকার গঠন করেছে NDA শিবির।

পাশাপাশি, ইতিমধ্যেই তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কাজ শুরু করেছেন নরেন্দ্র মোদী। তবে, সবথেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এবারে লোকসভা নির্বাচনে যথেষ্ট ভালো ফলাফল করেছে ইন্ডিয়া জোট। শুধু তাই নয়, তারা এটাও দাবি করেছে যে NDA সরকার বেশিদিন টিকবে না।

ঠিক এই আবহেই এবার ইন্ডিয়া জোটের তরফে একটি ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা দেওয়া হল এক্স হ্যান্ডেলে। যেটি ইতিমধ্যেই শোরগোল ফেলে দিয়েছে রাজনৈতিক মহলে। মূলত, বলিউড সুপারস্টার শাহরুখ খানের জনপ্রিয় সিনেমা "পাঠান"-এর একটি ডায়লগের আদলে সেখানে লেখা হয়েছে "আপনি কুর্সি কা পেটি বাঁধ লো মৌসম বদলনে বালা হ্যায়"। যেটির বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায় "চেয়ারের বেল্ট লাগিয়ে নিন, আবহাওয়ার পরিবর্তন হতে চলেছে।"প্রসঙ্গতা উল্লেখ্য যে, লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের পর কেন্দ্রের সরকার গঠন নিয়ে বিভিন্ন নাটকীয় পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। যেদিকে চোখ ছিল সমগ্র দেশের রাজনৈতিক মহলের। ঠিক এই আবহেই ইন্ডিয়া জোটের এহেন বার্তা ঠিক কি বোঝাতে চাইছে তা নিয়ে শুরু হয়েছে তুমুল আলোচনা।

যদিও, রাহুল গান্ধী কিছুদিন আগেই জানিয়েছিলেন যে, কোনো নতুন দলকে এই গঠবন্ধনে আনা হবে কি না সেই বিষয়টি ইন্ডিয়া জোটের নেতৃত্ব ঠিক করবে। তারপরেই এর পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।" পাশাপাশি, তিনি এটাও জানেন যে, "যেহেতু, আমরা একটি গঠবন্ধনের অন্তর্গত, তাই সমস্ত পার্টির সঙ্গে আলোচনা না করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না।"

চুঁচুড়া পুলিশ লাইনে স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্রান্ডিং মেশিনের উদ্ধোধন করেন পুলিশ কমিশনার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মহিলা পুলিশদের কথা মাথায় রেখে শনিবার দুপুরে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের চুঁচুড়া পুলিশ লাইনে স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্রান্ডিং মেশিনের শুভ উদ্ধোধন করেন পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগি,উপস্থিত ছিলেন ডিশি হেড কোয়াটার ইশানি পাল সহ অন্যান্য পুলিশ কর্তাব্যক্তিরা।পরে পুলিশ কমিশনার জানান শুধু পুলিশ লাইন নয় কমিশনারেটের সমস্ত থানা এমনকি বিশেষ করে মহিলা থানা গুলোতে এই মেশিন বসানো হলো।

রেলস্টেশন তো নয়, যেন ধান শুকানোর চাতাল আজব বাসুল ডাঙ্গা স্টেশন যেকোনো সময়ে ঘটতে পারে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা

বাইজিদ মণ্ডল ডায়মন্ড হারবার: নিউজ সারাদিন : রেল স্টেশন তো নয়, যেন ধান শুকানোর চাতাল। বাসুল ডাঙ্গা ২ নম্বর স্টেশন দখল করে ধান শুকানোর কাজ করছেন স্টেশন এলাকার স্থানীয় কৃশক রা। ফলে ধান শুকানোর চাতালের পরিণত হয়েছে স্টেশন। বাসুল ডাঙ্গা স্টেশন হলো শিয়ালদাহ - ডায়মন্ড হারবার লাইনে অবস্থিত এটি ভারতের পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসুল ডাঙ্গা স্টেশন। এমন ঝুঁকি পূর্ণ অবস্থায় যেকোনো মুহূর্তে ছোট বরো দুর্ঘটনা ঘটে প্রাণহানি হতে পারে। তবে বাড়ির আশপাশে জায়গা না থাকায় কষ্টের ফসল ঘরে তুলে ধান সিদ্ধ করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শুকাতে বাধ্য হচ্ছেন বলে দাবি কৃষকদের।এদিকে, রেল প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্টরা দ্রুত উদ্যোগী না হলে এসব স্টেশনে দুর্ঘটনাসহ প্রাণহানি হতে পারে বলে দাবি করেন সাধারণ যাত্রীরা।সরেজমিনে দেখা গেছে স্টেশন দখল করে চাতালে পরিণত করে ধান শুকাতে ব্যস্ত কৃষকেরা। এটি আইন অনুযায়ী স্টেশনে ফসল, খড় বা যেকোনো পণ্য শুকানো নিষেধ থাকলেও তা মানছেন না স্থানীয় সাধারণ মানুষ। এদিন শনিবার দুপুরে দেখা যায় বাসুল ডাঙ্গা ২নম্বর স্টেশনে ধান শুকানো হচ্ছে। এতে রেল যাত্রীদের চরম ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে। স্থানীয় রেল যাত্রীরা জানান স্টেশন দখল করে ধান শুকাচ্ছে তারা কোনোদিকে নজর রাখছে না রেল প্রশাসন। যে যার মত চলাচল করছে কেউ কিছু বলছে না। রেল যাত্রীরা তারা এও বলেন স্টেশনের উপরে যাতে কেউ ধান ও অন্যান্য পণ্য শুকাতে না পারে এজন্য দ্রুত প্রশাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। তা না হলে যেকোনো মুহূর্তে বরো দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে,তখন কিছু করার থাকবেনা।

বাংলার নির্বাচন কমিশন

পুরোপুরি তৃণমূলের লোক' বলে অভিযোগ তুললেন অজুন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ব্যারাকপুরের তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিকের কাছে ৬৪ হাজারের বেশি ভোটে হেরেছেন তিনি। এবার বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন এই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংহ । 'বাংলার নির্বাচন কমিশন পুরোপুরি তৃণমূলের লোক' বলে অভিযোগ তুললেন তিনি।এবার লোকসভা ভোটে ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংহ পান ৪ লক্ষ ৫৫ হাজার ৭৯৩টি ভোট। তাঁকে হারিয়ে এই কেন্দ্রের জয়ী তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিক পান ৫ লক্ষ ২০ হাজার ২৩১টি ভোট।পাল্টা জবাব দিয়েছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষও।

এদিন অর্জুন সিংহ বলেন, 'এবার নির্বাচন কমিশনকে ঠুঁটো জগন্নাথ দেখেছি। নির্বাচন কমিশন যদি সঠিকভাবে ভোট করাত, গণনা করাতে পারত, আধা-সামরিক বাহিনী যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করত, তাহলেই বাংলার চিত্রটা আলাদা থাকত। কিন্তু, জানি না কোন জায়গা থেকে কী হয়েছে...আমাদের নির্বাচন কমিশন কী দেখছে ? নির্বাচন কমিশনের অফিসারদের উপর কোনও নজরদারি নেই। কোটি কোটি টাকার ডিল হয়েছে তৃণমূলের সঙ্গে। নির্বাচন কমিশনের যাঁরা এখানে দায়িত্বপূর্ণ অফিসার ছিলেন, এখানে যে নির্বাচনে কমিশনে আছেন, বাংলার নির্বাচন কমিশন পুরোপুরি তৃণমূলের লোক। কী করছে নির্বাচন কমিশন ? পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন কমিশনের কোনও ভূমিকা ছিল না। আধাসামরিক পালাচ্ছে। ঝাড়গ্রামে আমরা নিজের চোখে দেখেছি, প্রার্থীর আধাসামরিকবাহিনী পালাচ্ছে। তারা লাঠিও চালাতে পারছে না ?' এনিয়ে কুণাল ঘোষ বলেন, 'অবাধ ও গণতান্ত্রিক ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস জিতেছে। সাধারণ

এরপর ৪ পাতায়

ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধ বিরতিতে যেতে পারে রাশিয়া

বেবি চক্রবর্ত্তী : নিউজ সারাদিন : ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি প্রসঙ্গে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন জানান, যুদ্ধবিরতিতে যেতে তিনি রাজি, কিন্তু তার জন্য ইউক্রেনকে মানতে হবে কিছু শর্ত।মস্কোতে বিদেশ মন্ত্রালয়ে এক বক্তৃতায় পুতিন বলেছেন, "অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির ঘোষণা করব আমরা।" তবে পুতিন এ-ও জানিয়েছেন, ইউক্রেন যদি নেটোতে যোগদানের পরিকল্পনা থেকে বিরত থাকে তবেই যুদ্ধবিরতির ঘোষণা করে আলোচনায় বসতে পারেন। এছাড়াও চারটি অধিকৃত অঞ্চল থেকে সেনা সরাতে হবে ইউক্রেনকে। পাশাপাশি রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে, তা প্রত্যাহারেরও দাবি জানিয়েছেন পুতিন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যখন বিশ্বনেতারা ইটালিতে জি-৭ সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন এবং অন্য দিকে, ইউক্রেনে শান্তি ফেরানোর লক্ষ্যে সুইৎজারল্যান্ড এই সপ্তাহের শেষে বিশ্বনেতাদের বৈঠকে বসার আহ্বান জানিয়েছে, তখন পুতিনের এই মন্তব্য, বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন আন্তর্জাতিক কূটনীতিক বিশ্লেষকেরা। রাশিয়া স্পষ্ট জানিয়েছে, সুইৎজারল্যান্ডের আহ্বান করা বৈঠকে তারা অংশ নেবে না।

কুয়েত থেকে মেদিনীপুরের পথে কাফিন বন্দী দেহ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ছারখার হয়ে গিয়েছে কুয়েতের এক বহুতল। সেই বহুতলে অগ্নিকাণ্ডে মারা যাওয়া বেশিরভাগ মানুষ ভারতীয়। কেউ ইঞ্জিনিয়ার কেউ আবার ঠিকা শ্রমিক। মৃতদের মধ্যে বেশিরভাগ ভারতীয় এছাড়া রয়েছেন পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের কয়েকজন। কুয়েতের বহুতলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তারা মারা গিয়েছেন তারা অনেকেই কেরল রাজ্যের বাসিন্দা। পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে তারা কাজ করতে গিয়েছিলেন সেখানে। কুয়েতের বহুতলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মৃত মেদিনীপুরের বাসিন্দা দ্বারিকেশ পট্টনায়ক। বছর ৫২ র দাড়িকেশ পট্টনায়ক পেশায় একজন ইঞ্জিনিয়ার। তিনি কুয়েতে গিয়েছিলেন কাজ করতে। শনিবার সকালবেলা তার দেহ এসে পৌঁছায় কলকাতা বিমানবন্দরে। রাজ্য সরকারের তরফে উপস্থিত ছিলেন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু।দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু বলেন সব রকম ভাবে মৃতের পরিবারকে সহযোগিতা করা হবে।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে যে কুয়েত থেকে শুক্রবার দুপুরে দ্বারিকেশ এর দেহ কোচি বিমানবন্দরে চলে আসে। কেরালায় মৃত শ্রমিকদের মরদেহ সনাক্ত করা হয়। এরপর শনিবার সকাল সাড়ে সাতটায় কলকাতা বিমানবন্দরে তার দেহ আনা হয়। এরপর তার দেহ মেদিনীপুর শহরের শরৎপল্লী এবং পরে দাতনে তার গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হবে। এদিন বিমানবন্দরে উপস্থিত হন মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপির পরাজিত প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল।

এবারের লোকসভা নির্বাচনে

ভারতে ৭১৯৪ প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত !

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সদ্য শেষ হওয়া ভারতের লোকসভা নির্বাচনে ৫৪৩ আসনে মোট ৮ হাজার ৩৬ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। এরমধ্যে ৮৬.১ শতাংশ অর্থাৎ ৭ হাজার ১৯৪ জন প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। যার মোট অর্থের পরিমাণ ১৬ কোটি ৩৬ লাখ কোটি রুপি। এই তথ্য দিয়েছে ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এসব প্রার্থীরা তাদের নিজ নিজ নির্বাচনি কেন্দ্রে প্রদত্ত মোট বৈধ ভোটের ছয় ভাগের এক ভাগ ভোট পেতে ব্যর্থ হয়েছেন। জনগণের প্রতিনিধিত্ব আইন-১৯৫১ অনুযায়ী ভারতের সাধারণ নির্বাচনে যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তাদের ২৫ হাজার রুপি জামানত হিসাবে জমা দিতে হয়। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য শুধুমাত্র গুরুতর প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত

এরপর ৪ পাতায়

যে কোনও সময় পড়ে যেতে পারে

মোদি সরকার: খাড়গে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভার ফল প্রকাশের পরেই নতুন সরকার গঠন করবে কোন জোট তা নিয়ে তুমুল জল্পনা শুরু হয়েছিল ভারতে। তবে সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে গত রবিবার তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। এর আগের দু'বার কেন্দ্রে যে সরকার ছিল তাতে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল বিজেপি। তবে এবার একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় সরকার গঠনের জন্য জোটের ওপরেই আস্থা রাখতে হয়েছে বিজেপিকে। ফলে গত দুবার মোদির সরকার থাকলেও এবার প্রকৃত অর্থে সেই সরকার হল জোট সরকার। এরপরেই কেন্দ্রীয় সরকারের স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি থেকে শুরু করে বিরোধীরা। এবার এ নিয়ে আক্রমণ করলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তার কটাক্ষ, যেকোনও সময় মোদির এই সরকার পড়ে যেতে পারে।

এত সাক্ষাৎকারে মল্লিকার্জুন দেশটির কেন্দ্র সরকারকে কটাক্ষ করে বলেন, “এটি একটি সংখ্যালঘু সরকার। ভুল করে গঠিত হয়েছে। এখানে মোদিজির কোনও ম্যান্ডেট নেই। যেকোনও সময় সরকার পড়ে যেতে পারে।”

তবে তিনি বলেছেন, “আমরা চাই এই সরকার চলুক। দেশের মঙ্গল হোক।”

তার বার্তা দেশকে শক্তিশালী করতে গেলে সকলকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। এরপর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে তীব্র আক্রমণ করেন খাড়গে। তিনি বলেন, “আমাদের প্রধানমন্ত্রীর অভ্যাস খারাপ। তিনি কোনও কিছু ভালোভাবে চলতে দেন না।”

তবে দেশকে শক্তিশালী করার পক্ষে কংগ্রেস সভাপতি। তিনি জানান, দেশকে শক্তিশালী করার জন্য ইন্ডিয়া জোটের পক্ষ থেকে সব ধরনের সাহায্য করা হবে।

এরপর ৪ পাতায়

১ পাতার পর

তৃণমূল কর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠল

সময়ই অভিযুক্ত সঙ্গে থাকা ব্যাগ এলাকারই একটি দোকানের সামনে ফেলে পালান বলে অভিয়োগ। স্থানীয়দের দাবি, ওই ব্যাগে কয়েকটি তাজা বোমা ছিল। খবর যায় বসিরহাট থানায়। পুলিশ এসে ঘটনাস্থল থেকে বোমা ভর্তি ব্যাগ উদ্ধার করে। গুরুতর আহত অবস্থায় আলতাফকে বসিরহাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

১ পাতার পর

কোচবিহারে 'আক্রান্ত' বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে দেখা করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী

বলেন, "কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশেই কোচবিহারে এসেছি। বৈঠকে যা সিদ্ধান্ত হয়েছে তা জেনে নেব।"

এ বারের লোকসভা ভোটে কোচবিহারে তৃণমূলের জগদীশচন্দ্র বসুনিয়ার কাছে হেরেছেন নিশীথ। অভিযোগ, তার পর থেকেই জেলার বিভিন্ন জায়গায় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের উপর হামলা হচ্ছে। বাংলার শাসকদল তৃণমূলই এই হামলার ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলেও অভিযোগ তোলে পদ্মশিবির। ভোটের ফল ঘোষণার পর থেকে বেশ কয়েক জন বিজেপি কর্মী আক্রান্ত হয়েছেন বলে অভিযোগ। অনেকেই 'ঘরছাড়া'! তাঁদের বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে।শুক্রবার সেখানেই যান শুভেন্দু। সকলের সঙ্গে আলাদা আলাদা ভাবে কথা বলেন তিনি। তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন বিরোধী দলনেতা। তিনি বলেন, "যত দিন পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিরাপত্তা দিয়ে আক্রান্তদের বাড়িতে না পৌঁছনো হচ্ছে তত দিন পর্যন্ত তাঁদের থাকা খাওয়ার সমস্ত খরচ বহন করবে দল।" এ ছাড়াও ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া এবং তাঁদের চলার মত স্বাভাবিক পরিস্থিতির ব্যবস্থা করারও আশ্বাস দেন শুভেন্দু।ভোট পরবর্তী 'হিংসায় আক্রান্ত'দের সঙ্গে নিয়ে বৃহস্পতিবারই রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন শুভেন্দু। অভিযোগ, তাঁদের রাজভবনে গেটের মুখেই আটকে দেওয়া হয়। পুলিশ তাঁদের ভেতরে ঢুকতে দেয়নি। এ নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টেও মামলা হয়েছে। আদালতের নির্দেশের পর রবিবার 'আক্রান্ত'দের নিয়ে আবার রাজভবনে যাবেন শুভেন্দু। শনিবার কোচবিহারে সেই কথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি জানান, রাজ্যপালের সামনে সন্ত্রাসের সমস্ত ঘটনা তুলে ধরবেন এবং তাঁকে কোচবিহারের সন্ত্রাস কবলিত এলাকা পরিদর্শনের আর্জিও জানাবেন শুভেন্দু। তিনি আরও বলেন, "২০২১ সালের নির্বাচনের পর তৃণমূলের হামলায় বহু মানুষের প্রাণ গিয়েছিল। তবে এ বার তৃণমূল অন্য পন্থা অবলম্বন করেছে। জীবনে বেঁচে থাকার জন্য নূন্যতম যে জিনিসগুলো প্রয়োজন যেমন রেশন, বাজারঘাট বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে তৃণমূলের ঝান্ডা ধরার জন্য চাপ সৃষ্টি করছে। ইতিমধ্যেই যে সমস্ত এলাকায় সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটেছে সমস্ত ঘটনার তালিকা তৈরি করে কেন্দ্রের কাছে পাঠানো হয়েছে। কেন্দ্রের একটি বিশেষ প্রতিনিধি দল পশ্চিমবঙ্গে আসবে এবং সন্ত্রাস কবলিত এলাকা পরিদর্শন করবে। কোচবিহারেও তাঁদের আসতে অনুরোধ করব।"

ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগের পাশাপাশি শুভেন্দু এ-ও অভিযোগ করেন, কোচবিহারে নিশীথকে ইচ্ছাকৃত ভাবে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিরোধী দলনেতা বলেন, "আমরা জানি নিশীথকে কী ভাবে হারানো হয়েছে! নিশীথের ১৭০০ বুথে ৬০ হাজার ভোটে লিড ছিল। তাঁকে ১৯ এবং ২০ নম্বর রাউন্ডে ১৬৪টি বুথে হারানো হয়েছে। ওই ১৬৪টি বুথের ইভিএম বদলানো হয়েছে। পুলিশ এবং আইপ্যাকের সাহায্যে ইভিএম বদলেছেন জেলাশাসক অরিন্দমকুমার মীনা।" এ প্রসঙ্গে নিশীথকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার পরামর্শও দেন শুভেন্দু।

১ পাতার পর

রাজ্যে সাফল্য এলেও উত্তরে এসে গতি শ্লথ তৃণমূল কংগ্রেসের

অপসারণ করা হয়েছে সৌরভ চক্রবর্তীকে। এ নিয়ে প্রবল হইচই দলের অন্দরেই। তাহলে কি এবার সেই পারফরমেন্স থিয়োরিতেই আরও অনেকেরই বিদায় আসন্ন? বাড়ছে জল্পনা। শিলিগুড়িতে জেলা তৃণমূলের মুখপাত্র বেদব্রত দত্তের দাবি, দলনেত্রীর নির্দেশ থাকলেও একদল নেতার বিলাসবহুল জীবনযাত্রা, সম্পত্তির বৃদ্ধি ভালভাবে নিচ্ছেন না মানুষ। তাই উত্তরে হার। তিনি আরও বলেন, "অভিষেকের পারফরমেন্স থিয়োরির প্রয়োগ দরকার এখানেও। হয় কাজ করে ফল দেখাও, নাহলে পদ ছাড়তেই হবে।"

বাইডেনকে দেখেই জড়িয়ে ধরলেন মোদি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইতালিতে আয়োজিত এবারের জি-৭ সম্মেলনে যোগ দেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। সেখানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে দেখেই জড়িয়ে ধরে সৌজন্য বিনিময় করেন মোদি। অন্যদিকে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর হাতে হাত রেখে কথা বলতে দেখা যায় তাকে।

আন্তর্জাতিক এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকেন বিশ্বের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রনেতারা। সম্মেলনের ফাঁকে বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গেও গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক সেরে নিয়েছেন তৃতীয়বারের মতো ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়া মোদি।

তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসার পর এটাই মোদির প্রথম বিদেশ সফর। ইতালির প্রধানমন্ত্রীর জর্জিয়া মেলোনির আমন্ত্রণে বিশেষ অতিথি হিসেবে ৫০তম জি-৭ সামিটে যোগ দেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

এই সম্মেলনের মাঝেই শুক্রবার বাইডেনের সঙ্গে দেখা করেন মোদি। দীর্ঘদিন পর বাইডেনকে দেখে জড়িয়ে ধরেন তিনি। এরপর বৈঠকে বসেন দু'জনে। যা নিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ সবসময়ই খুব আনন্দের। আগামী দিনে দু'দেশের সম্পর্ক আরও মজবুত করতে ও বিশ্বের উন্নতি সাধনে আমরা একযোগে কাজ করব।

অন্যদিকে, মোদিকে কথা বলতে দেখা যায় ট্রুডোর সঙ্গেও। হাতে হাত রেখে সৌজন্য বিনিময় করেন তারা। এবারের লোকসভা নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য মোদিকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী।

কিন্তু শুভেচ্ছাবার্তায় ভারতকে 'খোঁচা' দিয়েছিলেন তিনি। তুলেছিলেন মানবাধিকার প্রসঙ্গ। যার উত্তরে ধন্যবাদ জানিয়েও পাল্টা প্রতিক্রিয়া দিয়েছিলেন মোদিও। মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, একযোগে কাজ করতে গেলে পারস্পরিক সম্মান বজায় রাখা সবার আগে জরুরি।

তবে আগামী দিনে দু'দেশের সম্পর্কের উন্নতি ঘটিয়ে একসঙ্গে কাজ করার বার্তা দিয়েছিলেন দু'জনেই। খালিস্তানি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যার পর থেকেই ভারত-কানাডা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে চির ধরে। তাই ইতালিতে মোদি-ট্রুডোর সাক্ষাৎ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ১৬৩ সংখ্যা ১৬ জুন, ২০২৪ রবিবার ০১ আষাঢ়, ১৪৩১

গাজায় ত্রাণ সরবরাহে বাধা, ইসরায়েলি গোষ্ঠীর ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গাজার বেসামরিক নাগরিকদের জন্য পাঠানো প্রাণরক্ষাকারী মানবিক ত্রাণ সরবরাহে বারবার বাধা দেওয়ার জেরে ইসরায়েলের একটি গোষ্ঠীর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

দেশটির পররাষ্ট্র দফতর শুক্রবার এই পদক্ষেপ নেয়।

জানা গেছে, জাভ নাইন নামের ওই গোষ্ঠীর সদস্যরা জর্ডান থেকে গাজাগামী সড়কগুলো রুদ্ধ করে যুদ্ধবিধ্বস্ত ও অবরুদ্ধ ওই উপত্যকায় ত্রাণ সামগ্রী সরবরাহ বন্ধ করার চেষ্টা করেছে।

মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের মতে, গোষ্ঠীটি ত্রাণবাহী ট্রাকগুলোর ক্ষতি সাধন করেছে এবং মানবিক সাহায্যগুলো রাস্তায় ফেলে দিয়েছে।

পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেন, "দুর্ভিক্ষের ঝুঁকি এবং গাজার মানবিক সঙ্কট এড়াতে মানবিক সহযোগিতা পাঠানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।"

এই নিষেধাজ্ঞা আরোপের আগে ফেব্রুয়ারি মাসে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেন যাতে ওই সব উগ্রবাদী ইসরায়েলি বসতিদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

মিলার বলেন, ১৩ মে জাভ নাইন গোষ্ঠীর সদস্যরা গাজাগামী দু'টি ট্রাক পশ্চিম তীরে লুট করে এবং পুড়িয়ে ফেলে।

মিলার এক বিবৃতিতে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ওই সব গোষ্ঠীকে জবাবদিহিতার আওতায় আনবে যারা গাজায় মানবিক সাহায্য সরবরাহে বাধা দেবে এবং ইসরায়েলি সরকারকেও একই পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

তিনি আরও বলেন, "আমরা প্রয়োজনীয় মানবিক সহায়তাকে লক্ষ্য করে অন্তর্ঘাত ও সহিংসতাকে মেনে নিব না।

সম্পাদকীয়

তথ্যের নিরাপত্তা নিয়ে উড়ছে প্রশ্ন

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে অপসারিত অফিসারদের স্বপদে ফিরিয়ে আনাই ছিল এতদিনের দস্তুর। তা মেনে রাজ্য পুলিশের ডিজি পদে এতদিনে ফেরার কথা ছিল রাজীব কুমারের। কিন্তু, এখনও তিনি ফেরেননি। মুখ্যমন্ত্রী রাজীবকে রাজ্য পুলিশের ভারপ্রাপ্ত ডিজি করলেও, লোকসভা ভোটের সময় তাঁকে অপসারণ করেছিল নির্বাচন কমিশন।প্রসঙ্গত, প্রশাসনিক সূত্র জানাচ্ছে, ভোটপর্ব সাঙ্গ হওয়ার পরে গত মঙ্গলবার গোটা রাজ্য প্রশাসনকে বৈঠকে ডেকেছিলেন মমতা। সেখানে অন্যান্য বিষয় ছাড়াও দীর্ঘ আলোচনা ছিল পুলিশ প্রশাসনকে কেন্দ্র করে। ট্রাকের ওভারলোডিং সমস্যা, টাকা তোলা থেকে তার বণ্টন নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এই আচরণ যে তিনি মেনে নেবেন না, তা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন সে দিনই। একই সঙ্গে, সরকারি নথি বাইরে কী ভাবে বেরিয়ে যাচ্ছে, তা নিয়েও বিভিন্ন দফতরের কর্তাদের মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছিল বলে খবর।প্রশাসনিক কর্তাদের দাবি, লোকসভা ভোট মেটার পরে ৫ জুন আদর্শ আচরণবিধি উঠে যেতেই রাজীবকে পুরনো পদে বহাল করতে পারতেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু, তা হয়নি। এর মধ্যে কলকাতার মানিকতলা-সহ চারটি বিধানসভায় উপনির্বাচন ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। ১০ জুলাই সেই ভোট হবে। তাই ১০ জুন থেকে ফের আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর রয়েছে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে। রাজ্য বা কলকাতা পুলিশের শীর্ষপদে (ডিজি এবং কমিশনার) তাই রদবদল এখনই সম্ভব নয়। ফলে, এই ভোট না মেটা পর্যন্ত রাজীবকে ডিজি পদে ফেরানো যাবে না। অথচ ৬ থেকে ৯ জুনের মধ্যে বদলির অন্যান্য প্রক্রিয়া হয়েছে।

অফিসারদের স্বপদে ফেরানোর দস্তুর মেনেই সম্প্রতি রাজ্য পুলিশের বর্তমান ডিজি সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় বড় রদবদলের প্রস্তাব করে নোটশিটে সই করেছিলেন দিন চারেক আগেই। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সই হওয়ার আগেই তা কী ভাবে 'ফাঁস' হল, তা নিয়ে আলোড়ন পড়েছে প্রশাসনের অন্দরেই। ফলে জল্পনা তৈরি হয়েছে, এই কারণেই কি সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকা এখনও প্রকাশ পেল না! বদলি করা হল না সংশ্লিষ্ট অফিসারদের?ঘটনাচক্রে, যে দিন রাজ্য পুলিশের ডিজি ওই নোটশিটে সই করেন, সে দিনই প্রশাসনিক মূল্যায়ন বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীব্র ভর্ৎসনার মুখে পড়েছিল পুলিশ প্রশাসন। তথ্যের নিরাপত্তা নিয়েও উঠেছিল প্রশ্ন। সূত্রের দাবি, ঘটনাচক্রে ওই মূল্যায়ন বৈঠকে তথ্যপ্রযুক্তি দফতরের কাজকর্ম নিয়েও (রাজীব এখন ওই দফতরের প্রধান সচিব পদে রয়েছেন) প্রশ্ন তুলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। উল্লেখ্য, সন্দেশখালিতে ভুয়ো ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসার সময়ে রাজীবই ছিলেন ডিজি। সেই ঘটনাতেও মমতা উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন বলে প্রশাসনিক সূত্রের দাবি।

গত ১১ জুন ১১ জন আইপিএস অফিসারের বদলি প্রস্তাব করে সরকারি নোটশিট প্রস্তুত করেছিলেন ডিজি। প্রবীণ আধিকারিকদের একাংশ জানাচ্ছেন, সেই নোটশিট পাঠানো হয় মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে তাঁর সইয়ের জন্য। কিন্তু তার আগে সেই দিনই নোটশিটটি বাইরে প্রকাশ হয়ে যায়। ঘটনাচক্রে, ওই দিনই সরকারি নথি বাইরে বেরিয়ে যাওয়া নিয়ে তীব্র উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন মমতা। সতর্ক করেছিলেন প্রশাসনিক কর্তাদের। নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশও দিয়েছিলেন তিনি। ফলে সংশ্লিষ্ট মহলের অনেকের ধারণা, আগেভাগে গোটা নোটশিটটি বাইরে চলে যাওয়ার কারণেই সম্ভবত তা নির্দেশিকায় প্রতিফলিত হচ্ছে না এখনও। প্রসঙ্গত, সুন্দরবন পুলিশ জেলা, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, পূর্ব মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার পদে বদলি প্রস্তাব করা হয়েছিল। তার সঙ্গে ছিল আরও কয়েকটি পদে রদবদল। সূত্রের দাবি, কী ভাবে ওই নোটশিটটি বাইরে বেরোল, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই খোঁজ শুরু হয়েছে প্রশাসনের অন্দরে।

বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

পার্শ্ববর্তী গ্রাম (কাঁকড়া) কচুয়া গ্রামে বাস করতেন; ভগবান গাঙ্গুলী নামে ভারতবর্ষের নামকরা এক পন্ডিত। এগার বছর বয়সেই গুরু ভগবান গাঙ্গুলীর কাছে; একমাত্র বন্ধু বেনীমাধব সহ সন্ন্যাস গ্রহণ এবং তারপর গৃহত্যাগ করেন লোকনাথ।

বাবা লোকনাথকে নিয়ে আছে অনেক গল্প। ধর্মপ্রচারক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী চন্দ্রনাথ পাহাড়ে গাছের নীচে ধ্যানমগ্ন ছিলেন; হঠাৎ চোখ খুলে দেখেন চারিদিকের আগুনের লেলিহান শিখা; **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

অতিপ্রাচীন লোকাচারের সঙ্গে নাকি এর যোগসূত্র আছে জামাইষষ্ঠী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(চতুর্থ পর্ব)

নাকি এই রীতির সঙ্গে প্রাচীন ইউরোপের লোকাচারের মিল দেখে চমৎকৃত হয়েছিলেন। পঞ্চম শতকের বায়ুপুরাণে ষষ্ঠী ৪৯টি দেবীর অন্যতম, আর একটি পুরাণে তাঁকে 'সমস্ত মাতৃদেবীর মধ্যে আরাধ্যতমা' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীর যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে তিনি স্কন্দদেবের পালিকা-মা ও রক্ষয়িত্রী, কিন্তু পরবর্তী রচনায় তাঁর সঙ্গিনী, পদ্মপুরাণেও তিনি স্কন্দের স্ত্রী। ষষ্ঠীর কাহিনিগুলি পাওয়া যায় বাংলায় মঙ্গলকাব্যে, বিশেষ করে ষষ্ঠীমঙ্গল-এ, যেখানে সর্পদেবীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। বিহারে সন্তানজন্মের পরে ছ'দিনের অনুষ্ঠানটিকে ছ'ঠী বলা হয়, ষষ্ঠী সেখানে ছ'ঠী মাতা, সন্তানহীনা দম্পতিরা তাঁর আরাধনায় ব্রত পালন করেন, ষষ্ঠী ব্রত। ওডিশায় সন্তানজন্মের ছ'দিন এবং একুশ দিনে এই দেবী পূজিত হন। উত্তর ভারতের কোথাও কোথাও বিয়ের সময়েও ষষ্ঠীর পুজো করা হয়। ষষ্ঠীকে দেখি সাধারণত জননী রূপে: মার্জারবাহিনী, কোলে এক বা একাধিক শিশু। তাঁর নানান প্রতীক: মাটির কলসি, বটগাছ, বটগাছের নীচে লাল পাথর, ইত্যাদি। খোলা আকাশের নীচে কোনও একটা জায়গা তাঁর পুজোর জন্য নির্দিষ্ট হয়, তার নাম ষষ্ঠীতলা। মনে রাখতে হবে, এই সে দিন পর্যন্ত শিশুমৃত্যুর হার খুব বেশি ছিল। নবজাতককে রক্ষা করার জন্য মানুষ তাই ষষ্ঠীর শরণ নিত। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক হিন্দুধর্ম তাঁকে পৌরাণিক দেবীতে রূপান্তরিত করতে চাইল, লোকধর্ম চাইল পুরনো আচার বজায় রাখতে, ফলে টানাপড়েন চলল। টানাপড়েনের আর একটা চেহারাও দেখা গেছে। ষষ্ঠীকে বলা হয়েছে অমঙ্গলের দেবী, তিনি কুপিত হলে মা ও শিশুদের দুঃখ দেন। পঞ্চম শতকের কাশ্যপ সংহিতায় ষষ্ঠীকে বলা হয়েছে 'জাতহরণী', যিনি মাতৃগর্ভ থেকে ভ্রূণ অপহরণ করেন, সন্তান জন্মের ছ'দিনের মধ্যে তাকে ভক্ষণ করেন, তাই শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে ষষ্ঠ দিনে তাঁকে পুজো করা বিধেয়। কিন্তু এ-সবের মধ্যে জামাই ঢুকল কী করে? জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণপক্ষে সাবিত্রী চতুর্দশীতে স্ত্রীরা স্বামীর দীর্ঘজীবন কামনা করে যমের আরাধনা করেন। মনে হয়, এই লোকাচারটির সূত্র ধরেই কলকাতার বাবু সংস্কৃতি এই ষষ্ঠীটি জামাইকে নিবেদন করেছিল। " ষষ্ঠী পুজোয় ব্রতীরা সকালে চান করে উপোস থেকে নতুন পাখার ওপর আম্রপল্লব, আমসহ পাঁচফল আর ১০৮টি দুর্বাবাঁধা আঁটি দিয়ে পূজার

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

৩ পাতার পর

যেকোনও সময় পড়ে যেতে পারে মোদি সরকার: খাড়গে

কংগ্রেস সভাপতির এই বক্তব্য সামনে আসতেই খাড়গেকে পাল্টা আক্রমণ করেন জেডিইউ- এর বিধায়ক নিরাজ কুমার। তিনি কংগ্রেস সভাপতিকে পিভি নরসীমা রাও এবং মনমোহন সিংয়ের অধীনে কংগ্রেস সরকারের কথা মনে করিয়ে পাল্টা আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, ১৯৯১ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস ২৪৪টি এবং ২০০৪ সালের নির্বাচনে ১১৪টি আসন জিতেছিল কংগ্রেস। সেকথা কি কংগ্রেস সভাপতি ভুলে গিয়েছেন। অন্যদিকে, খাড়গের মন্তব্যকে সমর্থন করেছেন আরজেডি দলের মুখপাত্র এজাজ আহমেদ। তার বক্তব্য, "কংগ্রেস সভাপতি ঠিকই বলেছেন। দেশের মানুষ মোদি সরকারের বিরুদ্ধে ছিল। ভোটাররা তাকে গ্রহণ করেননি। তবুও তিনি ক্ষমতায় এসেছেন। এটা দুর্ভাগ্য।"

৩ পাতার পর

বাংলার নির্বাচন কমিশন পুরোপুরি তৃণমূলের লোক' বলে অভিযোগ তুললেন অর্জুন

মানুষ তাঁরা তো শুনেছিলেন, এই বিজেপি নেতারাই তো বলেছিলেন...এঁরা ভোটের দিন অবধি কথা বললেন না...গণনার দিন অবধি কথা বললেন না। তখন নাকি ৩০টায় জিতবেন। আর কাউন্টিংয়ের বাক্স খোলার পর যখন হেরে গেছে তখন বড় বড় কথা। তখন গন্ডগোল, রিগিং, নির্বাচন কমিশন খারাপ ...। ভোটের আগে পর্যন্ত ৩০ বলে গেছে কারা ? অমিত শাহ থেকে শুরু করে রাজ্যের সব নেতা বলেছেন। ভোটের পর ভি দেখিয়েছে কারা ? জিতছি বলেছে কারা ? কাউন্টিংয়ের আগে পর্যন্ত জিতছি এতগুলো আসন বলেছে কারা ? তখন তো কেউ বলেননি। যখন দেখেছেন মানুষ ভোট তৃণমূলকে দিয়েছে, হেরে গেছেন...তখন নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা তাঁদের আবার কথা।'

৩ পাতার পর

এবারের লোকসভা নির্বাচনে ভারতে ৭১৯৪ প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত !

করতে ইসি বাধ্যতামূলকভাবে একটি জামানত জমা দিতে হবে। ২০০৯ সালে অসংরক্ষিত আসনের প্রার্থীদের জন্য জামানত জমা দেওয়া অর্থের পরিমাণ বাড়িয়ে ২৫ হাজার রুপি এবং সংরক্ষিত তফসিলি জাতি (SC) এবং তফসিলি উপজাতি (ST) আসনের প্রার্থীদের জন্য ১২,৫০০ রুপি করেছিল। যদিও বিধানসভা নির্বাচনে, অসংরক্ষিত আসনের প্রার্থীদের জন্য ১০ হাজার রুপি এবং SC ও ST আসনের জন্য জামানত হিসাবে জমা দেওয়া অর্থের পরিমাণ ৫ হাজার রুপি। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, প্রদত্ত ভোটের অন্তত এক-ষষ্ঠাংশ (১/৬) জিততে ব্যর্থ প্রার্থীদের বাজেয়াপ্ত অর্থের পরিমাণ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কে বা সরকারি কোষাগারে জমা হয়। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়া রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের যে সংখ্যা ছিল, তার তুলনায় সংখ্যাটা এবারের নির্বাচনে বেড়েছে। ওই বছরে ৮,০৫৪ জন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন কিন্তু ৬৯২৩ জন (৮৬ শতাংশ) প্রার্থীর জামানত জব্দ হয়েছিল। যার মোট অর্থের পরিমাণ ১৫.৮৭ কোটি রুপি। সামগ্রিকভাবে জামানত জব্দ হওয়া প্রার্থীদের তালিকায় এগিয়ে রয়েছে স্বতন্ত্র দলের প্রার্থীরা। গোটা দেশজুড়ে স্বতন্ত্র দলের হয়ে ৩,৯২০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, এর মধ্যে ৩,৯০৪ প্রার্থী তাদের জামানত হারিয়েছেন। এই জামানত জব্দের পরিমাণ ৮.৯৬ কোটি রুপি। বড় রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে, সবচেয়ে বেশি প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে 'বহুজন সমাজ পার্টি'র (বিএসপি)। ভারত জুড়ে তাদের ৪৮৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। কিন্তু এবারের নির্বাচনে সবচেয়ে খারাপ ফল বিএসপি'র। একজন প্রার্থীও জয়ের মুখ দেখতে পারেনি। মায়াবতীর দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ৪৮৮ জন প্রার্থীর মধ্যে ৯৭.৫ শতাংশ অর্থাৎ ৪৭৬ জন প্রার্থীর জামানত জব্দ হয়েছে। জামানত জব্দকৃত মোট অর্থের পরিমাণ ১.০৪ কোটি রুপি। এই নিরিখে ভারতের অন্য চারটি জাতীয় রাজনৈতিক দলের কেউই বিএসপির ধারে কাছে পৌঁছাতে পারেনি। ২০১৯ সালের নির্বাচনেও খুব খারাপ ফল করেছিল বিএসপি। ওই নির্বাচনে তাদের মোট ৩৮৩ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর মধ্যে ৩৪৫ জন (৯০.০৮ শতাংশ) প্রার্থীর জামানত জব্দ হয়েছিল। অন্য দলগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি কংগ্রেসের ৫১ জন প্রার্থী জামানত হারিয়েছে, এরপর প্রকাশ আম্বেদকরের নেতৃত্বাধীন বঞ্চিত বহুজন আঘাদির (ভিবিএ) ৩৭ জন, অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লকের (এআইএফবি) ৩৩ জন, সিপিআই (এম) ৩০ ও বিজেপির ২৮ জন প্রার্থীর জামানত জব্দ হয়েছে। দেশটির রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বাধিক জামানত জব্দ হয়েছে মহারাষ্ট্রে, এই রাজ্যটিতে ১ হাজার ১২১ জন প্রার্থীর মধ্যে ১০২০ জন প্রার্থীর জামানত জব্দ হয়েছে। এরপরে রয়েছে তামিলনাড়ু, ৯৫০ জন প্রার্থীর মধ্যে ৮৬৩ জন, উত্তর প্রদেশে ৮৫১ জন প্রার্থীর মধ্যে জামানত গেছে ৬৮১ জনের। এছাড়া তেলেঙ্গানায় ৪৮৪ জন, কর্ণাটকে ৪১৮ জন, পশ্চিমবঙ্গে ৪১৬ জন, বিহারে ৪১৪ জন, অন্ধ্রপ্রদেশে ৪০৪ জন, মধ্যপ্রদেশে ৩১১ জন এবং পাঞ্জাবে ২৮৯ জন প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। এছাড়াও মেঘালয়, মণিপুর, সিকিম, মিজোরামের মতো রাজ্যগুলি যেখানে একটি কিংবা দুটি লোকসভার আসন রয়েছে- সেসব রাজ্যগুলিতেও নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের অর্ধেকেরই জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। ২০১৯ সালের নির্বাচনেও তিনটি রাজ্যে সবচেয়ে বেশি জামানত হারিয়েছে- এগুলি হল উত্তরপ্রদেশ ৮১৯ জন, তামিলনাড়ু ৭৭৪ জন এবং মহারাষ্ট্রে ৭৬৮ জন প্রার্থীর।

সিনেমার খবর

মোদির নতুন যাত্রায় হাজির শাহরুখ থেকে অক্ষয়, আম্বানি থেকে আদানি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তৃতীয়বার ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন নরেন্দ্র মোদি। রাষ্ট্রপতি ভবনে মোদি ও অন্য মন্ত্রীদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান উপলক্ষে হাজির ছিলেন ভারতসহ বিদেশের বিশিষ্ট অতিথিরা। এদিনের অনুষ্ঠানে নজর কেড়েছেন বলিউড তারকা ও শিল্পপতিরাও। নরেন্দ্র মোদির শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে বলিউডের বাদশা কিং খান শাহরুখ হাজির হন স্বমেজাজে। কালো পোশাকে, পনিটেল বেঁধে অনুষ্ঠানে যান শাহরুখ। চোখে ছিল কালো সানগ্লাস। শাহরুখের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তার ম্যানেজার পূজা দাদলানি। শাহরুখের সঙ্গেই ছিলেন রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান মুকেশ আম্বানিও। এদিকে, কিং খানকে দেখা গেলেও এদিনের অনুষ্ঠানে বলিউডের বাকি দুই খান সালমান কিংবা আমিরকে অবশ্য দেখা যায়নি। তারা আমন্ত্রিত হয়েছিলেন কিনা সে বিষয়টিও স্পষ্ট নয়।

এদিনের অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পপতি গৌতম আদানি ও তার পরিবার। বলিউডের খিলাড়ি অক্ষয় কুমার, অনুপম খের, অনিল কাপুর, রাজকুমার হিরানি, বিক্রান্ত ম্যাসিও উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তৃতীয়বারের জন্য শপথ নেওয়ার আগে মোদিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাজকুমার রাও, অজয় দেবগনসহ বহু বলিউড তারকা। অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন হিমাচল প্রদেশের মান্ডির নব-নির্বাচিত সংসদ সদস্য, অভিনেত্রী কঙ্গনা রনৌত। মান্ডিতে কঙ্গনার হয়ে প্রচারেও গিয়েছিলেন মোদি। অনুষ্ঠানে শাহরুখের সঙ্গে হাত মেলাতে দেখা যায় গৌতম আদানি ও তার পরিবারকে। মুহুর্তেই সেই ভিডিও ভাইরাল হয়ে যায় সোশ্যাল মিডিয়ায়। এনডিএ সংসদীয় জোটের প্রধান হিসেবে রবিবার (০৯ জুন) সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদিকে শপথ বাক্য পাঠ করান ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।

ডামি শাহরুখকে যেভাবে সাহায্য করলেন সালমান খান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নাম তার রিজওয়ান খান। বলিউড তারকা শাহরুখ খানকে অবিকল নকল করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ জনপ্রিয় তিনি। এমনকি হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়ালে অনেকেই তাকে শাহরুখ খান বলেই ভুল করবেন। শাহরুখের সংলাপ, চলন, হাসি নকল করে একাধিকবার নেটপাড়ায় ভাইরালও হয়েছেন রিজওয়ান। শাহরুখকে নকল করলেও, দুঃসময়ে পাশে পেয়েছেন বলি তারকা সালমান খানকে।

সম্প্রতি এক পডকাস্টে নিজের নানা কথা ভাগ করে নেন রিজওয়ান। মানুষ তাকে শাহরুখ বলে ভুল করে ফেলেন। কিন্তু, একটা সময়ে অভাবের মধ্যে সময় কাটিয়েছেন তিনি। কোভিড মহামারীর সময় আর্থিক সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন রিজওয়ান। এমনকি খাবার কেনার সামর্থ্যও সেই সময়ে হারিয়েছিলেন তিনি।

বাধ্য হয়ে ঘরের বেশ কিছু জিনিসপত্র বিক্রি করে দিতে হয়েছিল রিজওয়ানকে। সেই অর্থ দিয়েই খাবার কিনতেন। সে সময়ে সালমান সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিলেন তার দিকে। রিজওয়ান বলেন, "আমার স্ত্রী তখন অন্তঃসত্ত্বা। আর আমার হাতে কোনও কাজ নেই। তারকাদের মতো দেখতে যারা, তাদের নিয়ে আমাদের একটা সংগঠন রয়েছে। সেই সংগঠনের প্রত্যেককেই সালমান খান ২৫০০ রুপি করে পাঠিয়েছিলেন।"

শুধু ২৫০০ রুপিই নয়। সঙ্গে খাদ্যসামগ্রীও পাঠিয়েছিলেন ভাইজান, জানান রিজওয়ান। তার কথায়, ও আমি সত্যি সালমানকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আর এখন ঈশ্বরের কৃপায় আমার একটা দুই কামরার বাড়ি আছে, যা যা বিক্রি করে দিতে হয়েছিল মহামারীর সময়, এখন তা সব আমার কাছে আছে। আমি আবার সেগুলো কিনতে পেরেছি।"

'চাক দে ইন্ডিয়া' ও 'মহব্বতেঁ' ছবিতে শাহরুখের বডি ডাবল হিসেবেও কাজ করেছিলেন রিজওয়ান। 'সেলেব্রিটি লুক অ্যালাইক' হয়ে কাজ করার আগে রাস্তায় খাবারের দোকান ছিল রিজওয়ানের। তারপর এক দিন হঠাৎই তার কাছে শাহরুখ খানের সঙ্গে কাজ করার প্রস্তাব আসে। বহু বিজ্ঞাপনে শাহরুখের সঙ্গে কাজ করেছেন তিনি।

কঙ্গনার কোটি টাকার সম্পত্তি, আছে দেনাও

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০ কোটি টাকার বাড়ি, ৩ কোটি টাকা মূল্যের হিরের গয়না, আছে দেনাও। বলিউড অভিনেত্রী ও রাজনীতিবিদ কঙ্গনা রনৌতের মোট সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ৯১ কোটি টাকা। বাড়ি, গাড়ি থেকে শুরু করে কঙ্গনার কাছে রয়েছে প্রচুর গয়নাও।

জন্মভূমি হিমাচল প্রদেশের মান্ডি থেকে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থিতায় ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনা রনৌত। ভোটের প্রচারে কখনো নিজের জনপ্রিয়তাকে অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কখনো আবার বলিউডের চলচ্চিত্রজগৎকে নকল বলে কটাক্ষ করেছেন। পুরাদস্তুর রাজনীতিবিদ হওয়ার পর অভিনয়ের সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখার ইচ্ছা নেই বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।

রাজনীতির লড়াইয়ে নেমে ভোটে জয়ও পেয়েছেন কঙ্গনা। আর জয়ের পরপরই চণ্ডীগড় থেকে দিল্লি যাওয়ার পথে চণ্ডীগড় বিমানবন্দরে এক মহিলা নিরাপত্তারক্ষীর কাছে চড় খেয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। চড়কাণ্ডের পর বলিউডের কোনো তারকাই তেমনভাবে কঙ্গনার পাশে দাঁড়াননি। তবে এ ঘটনায় অভিযুক্ত সিআইএসএফ জওয়ান কুলবিন্দর কউরকে প্রকাশ্যে সমর্থন করেছেন অনেকেই। এই বিতর্কের মাঝেই চর্চায় এসেছে অভিনেত্রীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ। একাধিক বিলাসবহুল বাড়ি, গাড়ি থেকে শুরু করে তার সংগ্রহে রয়েছে দামি গয়নাও।

মুম্বাইয়ের বান্দ্রায় পালি এলাকায় বাড়ি রয়েছে কঙ্গনার। ২০১৭ সালে এই বাড়িটি কিনেছিলেন তিনি। মুম্বাইয়ে কঙ্গনার এ বাড়িটির আনুমানিক বাজারমূল্য রয়েছে প্রায় ২০.৭ কোটি টাকা। ৩০৭৫ বর্গফুটের এই বাড়ির প্রতি বর্গফুটের জন্য খরচ হয়েছে প্রায় ৫০ হাজার টাকা। সূত্রমতে কঙ্গনার এ বাড়িটি কিনতে রাজস্বেই দিতে হয়েছে প্রায় ১ কোটি টাকা। ৩০৭৫ বর্গফুট এলাকা জুড়ে কঙ্গনা যে শুধু বাড়িই তৈরি করেছেন তা নয়। বাড়ির পাশাপাশি সেখানে রয়েছে অভিনেত্রীর প্রযোজনা সংস্থার দপ্তরও।

বান্দ্রার বাড়িটি ছাড়াও মুম্বাইয়ে আরো ২টি বাড়ি রয়েছে কঙ্গনার। বাড়ি ২টির প্রতিটির মূল্য অন্তত ১৬ কোটি টাকা। মুম্বাইয়ে ৩টি বাড়ি ছাড়া মানালিতে একটি বিলাসবহুল বাংলো রয়েছে অভিনেত্রীর। কঙ্গনার হলফনামায় উল্লেখ রয়েছে যে এই বাংলোর মূল্য প্রায় ১৫ কোটি টাকা।

এছাড়া চণ্ডীগড়ে ৪টি সম্পত্তি কিনে রেখেছেন বলে হলফনামায় জানিয়েছেন কঙ্গনা। তাছাড়া মুম্বাইয়ে ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহারের জন্য একটি সম্পত্তি এবং মানালিতে একটি ব্যবসায়িক ভবন কিনেছেন এ অভিনেত্রী। হলফনামা অনুযায়ী, ৫ কোটি টাকা মূল্যের সোনার গয়না রয়েছে কঙ্গনার। সোনার গয়নার ওজন প্রায় ৬.৭ কিলোগ্রাম।

সোনার গয়নার পাশাপাশি হিরা এবং রুপার গয়নাও রয়েছে তার সংগ্রহে। হলফনামায় উল্লেখ রয়েছে, অভিনেত্রীর কাছে ৩ কোটি টাকা মূল্যের হিরার তৈরি গয়না রয়েছে। রয়েছে ৬০ কিলোগ্রাম ওজনের রুপার গয়নাও, যার বাজারমূল্য অন্তত ৫০ লক্ষ টাকা। বাড়ি, গয়না ছাড়াও ৩টি বিলাসবহুল গাড়ি রয়েছে কঙ্গনার। হলফনামা অনুযায়ী, ৯৮ লক্ষ টাকা বাজারমূল্যের বিএমডব্লিউ ব্র্যান্ডের একটি গাড়ি রয়েছে অভিনেত্রীর। রয়েছে ৫৮ লক্ষ টাকা দামের একটি মার্সিডিজ বেঞ্জ এবং ৩.৯১ কোটি টাকা মূল্যের একটি মার্সিডিজ মেব্যাক। ৩টি গাড়ির পাশাপাশি ৫৩ হাজার টাকার একটি স্কুটারও রয়েছে কঙ্গনার। হলফনামায় অভিনেত্রী জানিয়েছেন যে, সব মিলিয়ে তার মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৯১ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৬২.২ কোটি টাকার স্থাবর সম্পত্তি এবং ২৮.৭ কোটি টাকার অস্থাবর সম্পত্তি।

কঙ্গনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১.৩৫ কোটি টাকা এবং নগদ হিসাবে ২ লক্ষ টাকা রয়েছে। হলফনামায় অভিনেত্রী উল্লেখ করেছেন যে, ১৭ কোটি টাকা দেনাও রয়েছে তার।

'কল্কি ২৮৯৮ এডি'র নতুন পোস্টারে সকলের নজর কাড়লেন দীপিকা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আজকের ট্রেলার মুক্তির আগে, সাই-ফাই ফ্যান্টাসি অ্যাকশন ড্রামা 'কল্কি ২৮৯৮ এডি'-এর দীপিকা পাড়ুকোনের প্রথম লুক পোস্টার প্রকাশিত হয়েছে। 'কল্কি ২৮৯৮ এডি'-এর অফিসিয়াল হ্যান্ডেল থেকে গতকাল সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টারটি শেয়ার করা হয়, যেখানে ক্যাপশনে লেখা ছিল, 'তার সাথেই শুরু হবে আশা'। এই ছবিতে দীপিকা ছাড়াও অভিনয় করছেন প্রভাস, অমিতাভ বচ্চন, কমল হাসান এবং দিশা পাটানি। এই মহাকাব্যিক সাইন্স ফিকশন ও অ্যাকশন ড্রামার ট্রেলার ১০ই জুন অর্থাৎ আজই কিছুক্ষণ পরেই মুক্তি পেতে চলেছে। নাগ অশ্বিন পরিচালিত এবং হিন্দু শাস্ত্র দ্বারা অনুপ্রাণিত এই ছবিটি পোস্ট-অ্যাপোক্যালিপটিক বিশ্বে, ২৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে সেট করা হয়েছে। এটি পরিকল্পিত কল্কি সিনেমাটিক ইউনিভার্সের প্রথম চলচ্চিত্র। ৬০০ কোটি টাকা বাজেটে নির্মিত, কল্কি হলো সবচেয়ে ব্যয়বহুল ভারতীয় চলচ্চিত্র। এর সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন সন্তোষ নারায়ণন, সিনেমাটোগ্রাফি করেছেন জোর্দে জে স্টোজিলজকোভিচ। প্রোডাকশন ডিজাইন করেছেন নিতিন জিহানি চৌধুরি এবং সম্পাদনা করেছেন কোতাগিরি ভেঙ্কটেশ্বর রাও।

সিনেমাটি প্রথমে ২০২৪ সালের ৯ই মে মুক্তির জন্য নির্ধারিত ছিল, কিন্তু ২০২৪ সালের ভারতীয় সাধারণ নির্বাচনের কারণে মুক্তি স্থগিত করা হয়। এখন এটি ২০২৪ সালের ২৭ই জুন বিশ্বব্যাপী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।

বয়সে ছোট জাহির ইকবালকেই বিয়ে করছেন সোনাক্ষী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহা প্রেম করছেন, বলিপাড়ায় কান পাতলে বেশ কয়েকবছর ধরেই এমন কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে। যদিও প্রেম, বিয়ে, এসব নিয়ে কোনওদিনই বিশেষ কথা বলতে শোনা যায় না 'দাবাং' গার্ল সোনাক্ষীকে। এবার বলিপাড়ায় কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে, শত্রুঘ্ন কন্যার বিয়ের খবর। কিন্তু পাত্র কে? কবেই বা বিয়ে?

টাইমস নাউ-এর প্রতিবেদন অনুসারে, সোনাক্ষী সিনহা তার প্রেমিক জাহির ইকবালকে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ২৩ জুন তাদের বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে। বিয়ের অনুষ্ঠান হবে SoBo Hotspot-এ। এই বিয়ের অনুষ্ঠান ব্যক্তিগত স্তরেই রাখা হবে বলে খবর। জানা যাচ্ছে, দুই বছর ধরে সম্পর্কে রয়েছেন সোনাক্ষী ও জাহির ইকবাল। যদিও তাদের সম্পর্কের কথা খুব বেশিদিন চাপা রাখতে পারেননি তারা। বলিপাড়ার বহু অনুষ্ঠানেই একসঙ্গে দেখা গেছে সোনাক্ষী ও জাহিরকে। কখনও হাতে হাত ধরে সিনেমা দেখতে গিয়েছেন, কখনও বা ডিনার ডেটে। সম্প্রতি সালমান খানের পার্টিতেও একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল তাদের। সোনাক্ষী-জাহিরের প্রেম নিয়ে সংবাদমাধ্যমে লেখালিখিও হয়েছে বহুবার।

যদিও শত্রুঘ্ন কন্যা প্রেমের এ বিষয়ে ছিলেন স্পিকটি নট। জানা যাচ্ছে, সোনাক্ষী ও জাহিরের পরিবারের এই সম্পর্কে সম্মতি রয়েছে। দুই পরিবারই তাদের আশীর্বাদ দিতে বিয়ের দিন উপস্থিত থাকবেন। উল্লেখ্য, জাহির ইকবাল বয়সে সোনাক্ষীর থেকে ২ বছরের ছোট। উইকিপিডিয়া বলছে, সোনাক্ষীর বর্তমান বয়স ৩৭, আর জাহিরের ৩৫। প্রসঙ্গত, জাহির ইকবালকে 'নোটবুক', 'ডাবল এক্সএল', 'ব্লকবাস্টার'-এর মতো ছবিতে দেখা গেছে। সম্প্রতি কপিল শর্মার শোয়ে 'হীরামান্ডি'র প্রচারে এসেছিলেন সোনাক্ষী। সেসময় তাকে তার বিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন কপিল। উত্তরে শত্রুঘ্ন কন্যা বলেছিলেন, "কাটা ঘায়ে নুনের ছিঁটা! আমি কিন্তু বিয়ের জন্য প্রস্তুত।"

যদিও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে জাহির ইকবালের প্রসঙ্গ তখন এড়িয়ে গিয়েছিলেন সোনাক্ষী। সম্প্রতি সঞ্জয়লীলা বানসালির 'হীরামান্ডি'তে নিজের অভিনয়ের কারণে প্রশংসা কুড়িয়েছেন সোনাক্ষী সিনহা। তার অভিনয় নিয়ে চর্চা হচ্ছে। এর মাঝেই শোনা যাচ্ছে বিয়ের খবর।

উগান্ডাকে গুঁড়িয়ে একাধিক রেকর্ড গড়লো নিউজিল্যান্ড

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আফগানিস্তান ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে হেরে চলমান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম রাউন্ড থেকেই বিদায় নিশ্চিত হয়েছে নিউজিল্যান্ডের। শেষ দুই ম্যাচ তাই কেন উইলিয়ামসনদের জন্য নিয়ম রক্ষার। যেখানে তাদের দুই প্রতিপক্ষ উগান্ডা এবং পাপুয়া নিউগিনি। প্রথম দুই ম্যাচে বাজেভাবে পরাজয়ের কারণে তৃতীয় ম্যাচে এসে উগান্ডাকে গুঁড়িয়ে একাধিক রেকর্ড গড়লো নিউজিল্যান্ড।

ত্রিনিদাদের ব্রায়ান লারা স্টেডিয়ামে প্রথমে ব্যাট করতে নামা উগান্ডাকে ৪০ রানে অলআউট করে নিউজিল্যান্ড। বিশ্বকাপের ইতিহাসে এর চেয়ে কম রানে অলআউটের রেকর্ড আছে আর দু'টি। চলতি আসরে নেদারল্যান্ডসকে ৩৯ রানে থামিয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। একই রানে ২০১৪ বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডসকে অলআউট করেছে শ্রীলঙ্কা। এছাড়া আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে নিউজিল্যান্ডের প্রতিপক্ষ হিসেবে সর্বনিম্ন রান এটিই। আগের রেকর্ডটি বাংলাদেশের বিপক্ষে। ২০১৬ সালে তাদের ৭০ রানে অলআউট করেছিল কিউইরা।

উগান্ডাকে অল্প রানে আটকানোয় দারুণ বোলিং করেন টিম সাউদি। ৪ ওভারে স্রেফ ৪ রান দিয়ে তিনি নেন ৩ উইকেট। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ইতিহাসে ৪ ওভার বোলিং করে সবচেয়ে কম রান দেওয়া বোলার এখন তিনি। শুধু তাই নয়, কিউইদের হয়ে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ৪ ওভারে সবচেয়ে কম রান দেওয়া বোলারও সাউদি। আগের রেকর্ডটি অবশ্য বাংলাদেশর বিপক্ষে; ২০১০ সালে ৪ ওভারে ৬ রান দিয়েছিলেন ড্যানিয়েল ভেট্টরি। ম্যাচটিতে শুধু সাউদি নয়, দারুণ বোলিং করেন ট্রেন্ট বোল্ট ও লুকি ফার্গুসন। বোল্ট নেন ৭ রানে ২ উইকেট। আর ফার্গুসন ৯ রানে শিকার করেন ১টি। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে কোনো দলের হয়ে তিন বোলারের দশের কম রান দেওয়ার রেকর্ড এটিই।

উগান্ডাকে গুঁড়িয়ে ৮৮ বল হাতে রেখে জয় তুলে নেয় নিউজিল্যান্ড। বিশ্বকাপে এটি তৃতীয় সর্বোচ্চ বল হাতে রেখে জয়। চলতি আসরে ১০১ বল হাতে রেখে ওমানকে হারিয়েছিল ইংল্যান্ড। ২০১৪ সালে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ৯০ বল বাকি রেখে জিতেছিল শ্রীলঙ্কা। এছাড়া আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি বল বাকি রেখে কিউইদের জয় এটি। ২০০৭ সালে কেনিয়ার বিপক্ষে ৭৪ বল বাকি রেখে জয়লাভ করে তারা। আগে ব্যাট করতে নামা উগান্ডা পাওয়ার প্লেতে অর্থাৎ প্রথম ৬ ওভারে ৯ রানে হারায় তিন উইকেট। বিশ্বকাপে প্রথম ৬ ওভারে এটিই কোনো দলের হয়ে সর্বনিম্ন সংগ্রহ। আগের রেকর্ডটি করেছিল পাকিস্তান। ২০১৪ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে পাওয়ার প্লেতে তারা ৪ উইকেট হারিয়ে করে ১৩ রান। ম্যাচ জয়ের পুরস্কার উঠে টিম সাউদির হাতে। পাপুয়া নিউগিনির বিপক্ষে ম্যাচে দিয়ে শেষ হচ্ছে কিউইদের এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ যাত্রা।

সুনীল ছেত্রী জীবনের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করতে চলেছেন

বেবি চক্রবর্তী: নিউজ সারাদিন : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে কুয়েতের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জনের ম্যাচ খেলার পরে দলের অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে তাঁর অবসর গ্রহণ ঘোষণা করেছিলেন। সুত্র মারফত জানা যাচ্ছে সুনীল ছেত্রী এবারের তাঁর জীবনের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করতে চলেছেন। তিনি সম্ভবত ইউরো ২০২৪ প্রতিযোগিতায় সনি টিভি র বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। এই প্রসঙ্গে সুনীল ছেত্রী জানিয়েছেন যে তিনি এই ব্যাপারটাতে খুবই উত্তেজিত বোধ করছেন। "ইউরো ফুটবল তো দেখবোই তবে সেই দেখাটা যদি কিছু অন্যরকম লোক কিছু প্রাক্তন ফুটবলারদের সাথে হয় তাহলে সেটা আরো সুন্দর।" তিনি আরো যোগ করে বলেন ৬-৭ জন বন্ধুর সাথে বসে খেলা দেখা তাদের সাথে খেলা নিয়ে তর্ক করা অথবা খেলার ফলাফল নিয়ে বাজি ধরা এর আনন্দই আলাদা। "এটা একটা দারুণ মজার ব্যাপার স্টুডিওতে বসে খেলা দেখতে দেখতে আমি আমার মতামত জানাচ্ছি এবং বহু মানুষ তা টেলিভিশনের পর্যায় দেখছেন" তিনি বলেন। তাঁর মতে বাড়িতে একা দেখতে বসলে, হতেই পারে, বেশি রাতে তিনি ঘুমিয়ে পরলেন। তাই খেলা যদি দেখতে হয় সেটা স্টুডিওতে বসে দেখাই ভালো। সুনীল ছেত্রীর ভক্তরা নিশ্চয়ই ওনাকে আবার টেলিভিশনের পর্দায় দেখে খুশি হবেন। আশা করা যায় তার জীবনের দ্বিতীয় ইনিংসও খুব সুখের হবে।

ড্রয়ের হতাশায় শেষ ফ্রান্সের ইউরো প্রস্তুতি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মূল লড়াই শুরু হতে আর বাকি কেবল চারদিন। এমন সময় পূর্ণশক্তির দল নিয়েও কানাডার সাথে গোলশূন্য ড্র করে ইউরো ২০২৪ প্রস্তুতি শেষ করেছে ফেবারিট ফ্রান্স। দিনের আরেক প্রস্তুতি ম্যাচে বসনিয়া এন্ড হার্জেগোভেনিয়াকে ১-০ গোলে পরাজিত করেছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইতালি।

ইনজুরির কারণে ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপে ছিলেন বেঞ্চে। এই সুযোগে ফরাসি কোচ দিদিয়ের দেশ্যম তার আক্রমনভাগ নিয়ে কিছুটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। আক্রমনভাগের মূল দায়িত্বে ছিলেন অভিজ্ঞ অলিভার গিরুদ। তার সাথে ছিলেন মার্কোস থুরাম ও ওসমানে ডেম্বেলে। সহযোগী ভূমিকার দেশ্যম রেখেছিলেন আঁতোয়ান গ্রীজম্যানকে। কিন্তু উজ্জীবিত কানাডার বিপক্ষে ফ্রান্স শুরু থেকেই নিজেদের মেলে ধরতে পারেনি। অথচ এই কানাডাই আগের ম্যাচে নেদারল্যান্ডসের কাছে ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত হয়েছিল।

৫৫তম মিনিটে গিরুদ গ্রীজম্যানের ডেলিভারি থেকে প্রথম কোন সুযোগ হাতছাড়া করেন। পরের মিনিটে আরো একটি সহজ সুযোগ হাতছাড়া করলে ফ্রান্সের এগিয়ে যাওয়া হয়নি। ম্যাচ শেষের ২০ মিনিট আগে এমবাপ্পে বদলী বেঞ্চ থেকে মাঠে নামেন। আগের দুইদিন পুরো অনুশীলনে তিনি অনুপস্থিত ছিলেন।

লুক্সেমবার্গের বিপক্ষে প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচে ৩-০ গোলে জিতেছিল ফ্রান্স। ঐ ম্যাচে এমবাপে স্কোরশিটে নাম লেখান, একইসাথে পেশীর ইনজুরিতে পড়েন।

রোববার মাঠে নেমে যতক্ষন ছিলেন, পুরোটা সময়ই প্রমান করেছেন আগামী ১৭ জুন অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে ডাসেলডর্ফে ইউরোর প্রথম ম্যাচে ফ্রান্সের তার প্রয়োজন আছে। আগামী শুক্রবার থেকে জার্মানীতে শুরু হওয়া ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপে গ্রুপ-ডি'তে আরো রয়েছে নেদারল্যান্ডস ও পোল্যান্ড।

এদিকে দিনের আরেক ম্যাচে বসনিয়াকে ১-০ গোলে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ইউরোর প্রস্তুতি সেরেছে ইতালি। ৩৮ মিনিটে ডেভিড ফ্রাত্তেসির দুর্দান্ত ভলিতে ঘরের মাঠে ইতালির জয় নিশ্চিত হয়। ফেডেরিকো চিয়েসার ক্রস থেকে ইন্টার মিলান মিডফিল্ডার ফ্রাত্তেসি জয়সূচক গোলটি করেন। গিয়ানলুকা সামাকার দুটি শট বসনিয়ান গোলরক্ষক কেনান পিরিচ রুখে না দিলে ম্যাচের স্কোরলাইন হয়তো ভিন্ন হতে পারতো। কোচ লুসিয়ানো স্পালেত্তি পরীক্ষামূলক লাইন-আপ নিয়ে ম্যাচ শেষে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

এর আগে মঙ্গলবার তুরস্কের সাথে প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচে গোলশুন্য ড্র করেছিল আজ্জুরিরা।

ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপে গ্রুপ-বি'র প্রথম ম্যাচে আগামী ১৫ জুন আলবেনিয়ার মুখোমুখি হবে ইতালি। এই গ্রুপের অপর দুই দল হলো স্পেন ও ক্রোয়েশিয়া।

১ রানের হার; তীরে এসে তরী ডুবল নেপালের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে ইতিহাস গড়ার খুব কাছেই ছিল নেপাল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তীরে এসে তরী ডোবাতে হলো তাদের।

টি-টোয়েন্টিতে এর আগে কখনোই সাক্ষাৎ হয়নি এ দু'দলের। সেন্ট ভিনসেন্টের আর্নস ভ্যালে স্টেডিয়ামে প্রথম সাক্ষাতে নেপালকে ১ রানে হারিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। শেষ ওভারে নেপালের দরকার ছিল ৮ রান। বার্টম্যানের প্রথম দুইটা বল ব্যাটে লাগাতে পারেনি গুলশান ঝা। তৃতীয় বলটা ওয়াইড লেংথে ইয়র্কার। কভার দিয়ে বাউন্ডারিতে পাঠান ঝা। উল্লাসে ফেটে পড়ে নেপালের সমর্থকরা। পরের দুই বল থেকে ২ রান। শেষ বলটা ব্যাটেই পারলেন না ঝা। তাতেই তীরে এসে তরী ডুবে নেপালের। ১ রানে হারের বেদনায় পুড়ে রোহিত পাউডেলের দল।

নেপালের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১১৫ রানে থামতে হয় দক্ষিণ আফ্রিকাকে। জবাবে ওপেনিং জুটিতে দারুণ শুরুর পরও ৭ উইকেট হারিয়ে ১১৪ রানে থামে নেপালের ইনিংস।

১২০ বলে ১১৬ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ওপেনিং জুটিতে শুরুটা দুর্দান্ত করে নেপাল। উদ্বোধনী জুটিতেই ৩৭ রান তুলে নেন কুশাল ভুরতেল ও আসিফ শেখ।১৩ রান করা কুশাল আউট হতেই ব্যাটিং ধ্বস নামে নেপালের ইনিংসে। বিদায় নেন অনিল শাহ (২৭) ও দীপেন্দ্রি সিং আইরে।

বিশেষ করে অনিল শাহ বিদায় নিতেই ধস শুরু হয় নেপালের ব্যাটিংয়ে। সহজ ম্যাচ হয়ে ওঠে কঠিন। আসিফ শেখকে সঙ্গ দেওয়ার মতো কেউ ছিল না। আসিফও দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৪২ রান করে একই পথ ধরেন। ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে ওঠে নেপালের লক্ষ্যমাত্রা। শেষে হার নিয়েই মাঠ ছাড়তে হলো আইসিসির সহযোগী দেশটিকে।

এর আগে টস জিতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানায় নেপাল। এই ম্যাচে নেপালের জার্সি গায়ে নেমেছিলেন নেপালের লেগ স্পিনার সন্দীপ লামিচানে।

বিশ্বকাপের পর 'খোলাখুলিভাবে সবকিছু বলবেন' আফ্রিদি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ব্যাটিং ব্যর্থতার চরম প্রদর্শণীর নজীর গড়ে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের কাছে হার কোনো ভাবেই হজম করতে পারছে না পাকিস্তান। ছোট্ট রান তাড়ায় দলটির এমন অসহায় ব্যাটিং কোনো ভাবেই মানতে পারছেন না দলটির সাবেক দুই অধিনায়ক রশিদ লতিফ ও শহিদ আফ্রিদি। দুজনেই দিলেন অন্যরকম ইঙ্গিত।

চলমান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে রোববার নিউ ইয়র্কে ১২০ রান তাড়ায় ১২.১ ওভারে ২ উইকেটে ৭৩ রান তুলে ফেলেছিল পাকিস্তান। এরপর মোহাম্মদ রিজওয়ান আউট হয়ে গেলে উইকেটে আসেন ইমাদ ওয়াসিম। জয়ের জন্য তখন দরকার ৪৬ বলে ৪৭ রান, হাতে ৭ উইকেট। এমন পরিস্থিতিতে চরমভাবে হতাশ করেন ইমাদ। শেষ ওভারে আউট হওয়ার আগে ২৩ বলে ১ চারে করেন কেবল ১৫ রান। পাকিস্তান ম্যাচ হারে ৬ রানে।

টি-টোয়েন্টিতে ৬৫.২১ স্ট্রাইক রেটের ব্যাটিং মানতেই পারছেন না দলটির সাবেক অধিনায়ক রশিদ লতিফ। টুয়েন্টিফোর নিউজ চ্যানেলে কথা বলার সময় ইমাদকে দুষতে গিয়ে অন্যরকম ইঙ্গিতও দিয়েছেন তিনি।

'ইনিংসটির দিকে তাকান, দেখে তো মনে হয়েছে সে রান-তাড়ায় সবকিছু কঠিন করে তুলতে সে বল নষ্ট করেছে।'

পাকিস্তানের আরেক সাবেক অধিনায়ক আফ্রিদি বলেছেন, 'একজন অধিনায়ক সবাইকে একত্রিত করবে। হয় সে দলের পরিবেশ নষ্ট করবে, নয়তো দল গঠন করবে। বিশ্বকাপটা শেষ হতে দিন, আমি খোলাখুলিভাবে সবকিছু বলব।'

অন্য এক সাক্ষাৎকারে ফখর জামান, রিজওয়ানদের ব্যাটিং জ্ঞান দিয়ে প্রশ্ন তোলেন পাকিস্তানের আরেক সাবেক অধিনায়ক ওয়াসিম আকরাম। পুরো দল বদলে ফেলার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

দলটিকে একসময় নেতৃত্ব ও কোচিং করানো আরেক গ্রেট ওয়াকার ইউনিসও হাতের মুঠো থেকে ম্যাচ বের হয়ে যাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

যে কারণে রিজওয়ান-ফখরের ওপর ক্ষুব্ধ ওয়াসিম আকরাম

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হাতের মুঠোয় থাকা ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে হেরেছে পাকিস্তান। ১১৯ রানের টার্গেটে খেলতে নেমেও বাবর আজমের দল থেমেছে ১১৩ রানে। এই ঘটনায় পাকিস্তানের ব্যাটারদের ওপর ভীষণ ক্ষেপেছেন দেশটির কিংবদন্তী ক্রিকেটার ওয়াসিম আকরাম। তিন অভিজ্ঞ ক্রিকেটার মোহাম্মদ রিজওয়ান, ফখর জামান ও ইফতিখার আহমেদের ওপর কড়া সমালোচনা করেছেন তিনি। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে উইকেট বিলিয়ে আসায় তাদের ধুয়ে দিয়েছেন আকরাম।

স্টার স্পোর্টসে আলাপকালে ওয়াসিম বলেন, কোনো 'গেম ওয়ারনেস' নেই রিজওয়ানের। তার মতে, বুমরাহর মতো বোলারকে ওই সময়ে এমন শট খেলে নির্বোধের মতো কাজ করেছে তার উত্তরসূরি। তিনি বলেন,ও তারা ১০ বছর ধরে ক্রিকেট খেলছে, আমি তাদের শেখাতে পারি না। রিজওয়ানের ম্যাচ সচেতনতা নেই। তার জানা উচিত ছিল যে বুমরাহকে উইকেট নেওয়ার জন্য বল দেওয়া হয়েছিল এবং বুদ্ধিমানের কাজ হলো, তার ডেলিভারিগুলো সাবধানতার সঙ্গে খেলা। কিন্তু রিজওয়ান বড় শট মারতে গিয়ে উইকেট হারায়।"

রিজওয়ানের বিদায়ের পর ম্যাচটা টেনে নেওয়া উচিত ছিল ইতফিখার আহমেদের। কিন্তু তিনিও সেটা পারেননি। বুমরাহর ফুলটসে ধরা পড়েন লেগ সাইডে। ওয়াসিমের মতে, ব্যাটিংই পারে না ইফতিখার। ওয়াসিম বলেন, 'ইফতিখার আহমেদ লেগ সাইডে একটা শটই খেলতে জানে। সে বছরের পর বছর ধরে দলের অংশ, কিন্তু কীভাবে ব্যাট করতে হয় তা জানে না। আমি গিয়ে ফাখার জামানকে ম্যাচ সচেতনতার কথা বলতে পারব না। পাকিস্তানি খেলোয়াড়রা মনে করেন, তারা ভালো পারফর্ম করতে না পারলে কোচদের বরখাস্ত করা হবে, তাদের কিছুই হবে না। এখন সময় এসেছে কোচ ধরে রেখে পুরো দলে পরিবর্তন আনার।'

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR